যৌথ বিবৃতি: চতুর্থ ভারত-বাহরিন হাই জয়েন্ট কমিশন মিটিং

09 ডিসেম্বর, 2024

9 ডিসেম্বর 2024 তারিখে বাহরিনের মানামা-তে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ভারত - বাহরিন হাই জয়েন্ট কমিশন (HJC) বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী (EAM) মহামহিম ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং বাহরিনের বিদেশ মন্ত্রী, মহামহিম ডঃ আব্দুললতিফ বিন রশিদ আলজায়ানি।

2. বিদেশ মন্ত্রী মহামহিম ডঃ আলজায়ানির আমন্ত্রণের ভিত্তিতে 7-9 ডিসেম্বর 2024 তারিখে বিদেশ মন্ত্রী মহামহিম ডঃ এস. জয়শঙ্কর বাহরিন সফরে এসেছিলেন। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্ক এবং গভীর দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে আরও গভীর করতে মহামহিম ডঃ এস জয়শঙ্কর এই সফরে এসে বাহরিনের মহামহিম উপ প্রধানমন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আব্দুল্লা আল খলিফার সাথে দেখা করেছিলেন।

3. 18-20 ফেব্রুয়ারি 2014 তারিখে বাহরিনের রাজা, মহামহিম হামাদ বিন ইসা আল খলিফা যখন ভারত সফরে এসেছিলেন তখন দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU অনুসারে এই HJC প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

4. ভারতের বিদেশমন্ত্রী, মহামহিম ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে বাহরিনে স্বাগত জানান মহামহিম ডঃ আব্দুললতিফ বিন রশিদ আল জায়ানি। গত 7 এপ্রিল 2021 তারিখে নিউ দিল্লিতে আয়োজিত তৃতীয় HJC-তে যোগদান করার সময় ভারত সফরে এসে তিনি এবং তাঁর প্রতিনিধি দল যে উষ্ণ আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন। মহামহিম ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং তার সঙ্গী প্রতিনিধি দল বাহরিনের তরফে সকলকে এই হার্দিক অভ্যর্থনা এবং আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে, HJC-এর নিয়মিত বৈঠক উভয় দেশের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।

5. উভয় পক্ষই এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব স্বীকার করেছে, যা ফেব্রুয়ারি 2014-এ মহামহিম রাজা হামাদ বিন ইসা আল খলিফার ভারত সফরের দশম বার্ষিকী এবং 2019 সালের আগস্টে বাহরিনে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রীয় সফরের পঞ্চম বার্ষিকীকে চিহ্নিত করেছে। দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন গতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সফরের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। EAM জানিয়েছেন যে, বাহরিনের মহামহিম রাজপুত্র সালমান

বিন হামাদ আল খলিফা, যুবরাজ এবং বাহরিনের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

6. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহামহিম শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন ভারত সরকার শপথ গ্রহণের পর থেকে রাজনৈতিক সংযোগ যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রশংসা করেছে বাহরিন পক্ষ। নতুন সরকার গঠনের পরে যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী মহামহিম সালমান বিন হামাদ আল খলিফা, যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার জন্য EAM কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এই রকম সুষ্ঠু ভাবে এগিয়ে যাবে।

7. দুই মন্ত্রী এপ্রিল 2021 সালে আয়োজিত তৃতীয় HJC-এর সময় অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুসারে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাফল্য হিসেবে অর্জন করা অগ্রগতি এবং 2022 এর মার্চ এবং 2023 সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পরবর্তী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বিদেশ দপ্তরের আলোচনার জন্য প্রশংসা করেছেন। উভয় পক্ষ এ ভাবেই উচ্চ-স্তরের দ্বিপাক্ষিক সফর এবং বৈঠক চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে এবং দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে যে ভাবে নিয়মিত উচ্চ-স্তরীয় আদানপ্রদান চলছে, তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

8. দুই দেশের মন্ত্রী শক্তি এবং হাইড্রোকার্বন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিকাঠামো, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং কৃষি, হসপিটালিটি, ফার্মাসিউটিকাল শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, ডাউনস্ট্রিম অ্যালুমিনিয়াম, IT এবং ডেটা সেন্টার, স্পেস, পর্যটন, পরিবেশ, যুব এবং ক্রীড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় অন্বেষণ করার বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।

9. ঐতিহাসিক রাষ্ট্র সফরের পর থেকে রাজনৈতিক এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক গভীর হয়েছে বলে উভয় পক্ষ স্বীকার করেছে। ভারতীয় পক্ষের তরফে 2019 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফরের পর থেকে বাহরিন-এ ভারতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ঘটনা হাইলাইট করা হয়। উভয় পক্ষই বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের করা সফরগুলিকে স্বাগত জানিয়েছেন, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 2023 সালের মার্চ এবং 2024 সালের ডিসেম্বরে বাহরিনের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মহামহিম আবদুল্লা বিন আদেল ফাখরোর নেতৃত্বাধীন সফর এবং 2024 সালের সেপ্টেম্বরে বাহরিন EDB এর চিফ এক্সিকিউটিভ এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী মহামহিম নূর বিন্ত আলি আলখুলিয়াফের নেতৃত্বে হওয়া সফর। বাহরিন পক্ষের তরফে ভারতীয় বিনিয়োগ এবং বিশ্বজনীন ভারতীয় ব্র্যান্ডের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে, বিশেষত 2024 সালের প্রথম থেকে।

10. উভয় পক্ষ স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বৈচিত্র্য সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তারা এই বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্কগুলি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন, এবং এই বিষয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক যৌথ কর্মকারী গোষ্ঠী তৈরি করার জন্য কাজ করতে সহমত হয়েছেন।

11. বাহরিন-এর জাতীয় স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান সংস্থা এবং জাতীয় টেস্টিং সেন্টারের লক্ষ্য হল তথ্য, অফিশিয়াল নোট আদান-প্রদান করে এবং মান উন্নয়ন, অনুরূপতা মূল্যায়ন, মেট্রোলজি, অ্যাক্রেডিশাম, মেটাল অ্যাসে, মুক্তো এবং রত্নপাথর পরীক্ষার মতো কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ এবং বাধাগুলি চিহ্নিত করে ভারতের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সংস্থা এবং সম্পর্কিত অফিশিয়াল সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করা।

12. কর বিষয়ক সহযোগিতা শক্তিশালী করার এবং দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগের সুযোগ আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে দ্বিগুণ কর বাতিল (DTA) করার জন্য বাহরিন একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করার ইচ্ছা পুনরায় প্রকাশ করেছে।

13. দুই পক্ষ 3-4 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি শুরুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং দ্রুত তা শেষ করার বিষয়ে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

14. উভয় পক্ষের মন্ত্রী বাহরিন-এ ভারতীয় রুপে কার্ড গ্রহণ করার লক্ষ্যে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন। তারা ফিনটেক এবং ডিজিটাল পরিশোধ সম্পর্কে আরও বেশি সহযোগিতার সাথে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন।

15. উভয় পক্ষই স্বাস্থ্য এবং ফার্মাসিউটিকালের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছে এবং 22 ফেব্রুয়ারি 2022 তারিখে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতা সম্পর্কে প্রথম জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) মিটিং-এর সাফল্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। দেশের জাতীয় নীতি, নিয়ম এবং আইনী রূপরেখা অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করা লক্ষ্যে কাজ করার বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে এবং সন্তুষ্টির সাথে উল্লেখ করেছে যে, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে দুই দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক JWG-এর দ্বিতীয় বৈঠক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুষ্ঠিত করার জন্য কাজ করছে।

16. ভারতীয় পক্ষের তরফে ভারতীয় ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকাকে বিশ্বে অগ্রগণ্যদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে হাইলাইট করা হয়েছে এবং বাহরিন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাহরিনের মার্কেটে ভারতীয় ফার্মাসিউটিকাল প্রোডাক্টের জন্য মার্কেট অ্যাক্সেসের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হয়েছে। উভয় পক্ষই ফার্মাসিউটিকাল, ভ্যাকসিন এবং মেডিকেল ডিভাইসের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য দুই দেশের বেসরকারী সেক্টরগুলিকে কিছু সুবিধা প্রদান করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

17. উভয় দেশের মন্ত্রী চিকিৎসা পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উভয় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা সম্পর্কে সহমত হয়েছেন।

18. উভয় পক্ষ কৃষি এবং পশুপালন খাতের উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উপরে জোর দিয়েছে। ভারতীয় পক্ষের তরফে ভারতীয় ফুড পার্কে বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলি হাইলাইট করা হয়েছে এবং ভারত থেকে বাহরিন পর্যন্ত খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। বাহরিনের তরফে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য দুটি দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের গুরুত্বের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

19. শক্তি হল বাহরিন এবং ভারতের মধ্যে অংশীদারিত্বের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। উভয় পক্ষ এই সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে হাইড্রোকার্বন বাণিজ্যের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা পারস্পরিক শক্তি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। উভয় পক্ষ বাহরিনের তেল এবং গ্যাসের আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম সেক্টরে শক্তি সংক্রান্ত সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য এবং প্রসারিত বাণিজ্য, যৌথ উদ্যোগ এবং পারস্পরিক বিনিয়োগের জন্য উপায় অন্বেষণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

20. উভয় পক্ষ 2018 সালে MoU স্বাক্ষর করার পর থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতে সন্তোষজনক দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং যত দ্রুত সম্ভব কোনও তারিখে যৌথ কর্মকারী গোষ্ঠীর 2য় বৈঠক আয়োজন করতে সম্মত হয়েছে। তারা সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী খাতকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত করে দুই দেশের সহযোগিতাকে আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছেন, বিশেষত সৌর, বায়ু, গ্রীন হাইড্রোজেন এবং গ্রীন অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে। বিদেশ মন্ত্রীরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাহরিন 2022 সালে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA)-এর সদস্য হয়েছে।

21. বাহরিনের ন্যানো/কিউব স্যাটেলাইট নির্মাণ ও চালু করা এবং তার পাশাপাশি বাহরিনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সম্পর্কিত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ISRO (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন) এবং বাহরিনের NSSA (ন্যাশনাল স্পেস সায়েন্স এজেন্সি) যে অগ্রগতি

করেছে, তাতে উভয় দেশের মন্ত্রী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। উভয় পক্ষ বর্তমানে NSSA এবং NSIL (নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড) এর মধ্যে যে MoU স্বাক্ষরিত হতে চলেছে, তার খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে, যাতে স্পেস সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা যায়।

22. উভয় পক্ষই দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (MoU) স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়াও, বাহরিনের তরফে 2023 সালে বাহরিনে আয়োজিত কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস-এ ভারতের যোগদানকে স্বাগত জানানো হয়েছে। 2024 সালের নভেম্বর মাসে 7তম বাহরিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ার শো (BIAS)-এ 05টি ধ্রুব হেলিকপ্টার সহ ভারতীয় বায়ু সেনা সারং এরোবিটিক টিমের অংশগ্রহণের ঘটনা বাহরিন দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

23. ভারতীয় পক্ষ স্বীকার করেছে যে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা আলোচনা এবং যৌথ পরিচালনা কমিটি (JSC) হল সাইবার নিরাপত্তা সহ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুরক্ষা সহযোগিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। উভয় পক্ষই তৃতীয় নিরাপত্তা বৈঠক এবং তৃতীয় JSC যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আয়োজন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

24. দুই দেশের মন্ত্রী সব রকম রূপ এবং বহিঃপ্রকাশে সন্ত্রাসবাদের ফলে হওয়া ক্ষতির বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়ে সহমত হয়েছেন এবং অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ব্যবহার প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করার জন্য অন্য সব রাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন।

25. উভয় পক্ষই দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসাবে কাজ করার জন্য এবং বাহরিন রাষ্ট্রের উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাহরিন-এর বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকার প্রশংসা করেছে। ভারতীয় পক্ষের তরফে সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদার নীতির পাশাপাশি বাহরিনকে ভারতীয় পেশাদার এবং কর্মী ও তাদের পরিবারের কাছে পছন্দসই গন্তব্যে পরিণত করার জন্য তাদের মুক্ত সমাজের প্রশংসা করা হয়েছে। উভয় পক্ষই কোভিড-19 মহামারীর সময় দুই দেশ পরস্পরের প্রতি যে ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে স্বাগত জানিয়েছে, যা এই মহামারীর প্রভাব হ্রাস করতে বহুলাংশে সাহায্য করেছে। গত বছরে 125 জনেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাহরিন সরকারকে ভারতীয় পক্ষের তরফে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে, এই ক্ষমাশীল আচরণ নিঃসন্দেহে বাহরিনের উদারতা প্রতিফলিত করে।

26. দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রী টু-ওয়ে ট্যুরিজম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছাড়াও উভয় দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের এর যে প্রভাব পড়েছে, সেই বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

27. উভয় পক্ষ কনসুলার সমস্যাগুলির সম্পর্কে সহযোগিতা গভীর করতে সম্মত হয়েছেন এবং কনসুলার বিষয়গুলিতে পারস্পরিক স্বার্থ-যুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এবং কনসুলার সমস্যাগুলিতে সহযোগিতা শক্তিশালী করার জন্য একটি যৌথ কনসুলার কমিটি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

28. উভয় পক্ষ 2019-23 সালে তাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম (CEP) এর কথা স্মরণ করেন এবং ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই CEP বাস্তবায়নের ভূমিকা সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করেন। 2024 সালের জুলাই মাসে নিউ দিল্লিতে আয়োজিত UNESCO-এর 46তম WHC তে যোগদান করতে মহামহিম শেখ খলিফা বিন আহমেদ বিন আব্দুল্লা আল খলিফার ভারত সফর এবং সেই সূত্রে ভারতের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী মহামহিম গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সাথে স্বাক্ষাৎ করার ঘটনায় EAM আনন্দ প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষ "দ্য কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম - 2025-2029 সালের জন্য" রিনিউয়াল সম্পর্কিত আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে।

29. উভয় পক্ষই শিক্ষা খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সুযোগ প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছে। এই বিষয়ে, ভারতীয় পক্ষের তরফে আরও বেশি সংখ্যক বাহরিনী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানো হয়েছে, যারা ভারতের শীর্ষস্থানীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করতে চান। উভয় পক্ষ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য দুই সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে কাজের গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছিল।

30. "বসুধৈব কুটুম্বকম: এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ" এই থিমের অধীনে ভারতে অনুষ্ঠিত G20 শীর্ষ সম্মেলন সফল ভাবে পরিচালনা করার জন্য বাহরিনের তরফে ভারতকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে. Y-20 শীর্ষ সম্মেলন-সহ বাহরিন অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতীয় পক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

31. ''ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ'' শীর্ষ সম্মেলনের তিনটি বৈঠকে বাহরিন অংশগ্রহণ করায় EAM প্রশংসা করেন, যা বিশ্বজনীন দক্ষিণী দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগ্রাধিকার একে অপরের সাথে ভাগ করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। আগস্ট 2024 সালে আয়োজিত গ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলনের তৃতীয় ভয়েস অফ

গ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলনের "গ্লোবাল সাউথ অ্যান্ড গ্লোবাল গভর্নেন্স" বিষয়ে বিদেশী মন্ত্রীদের সেশনে তাঁর মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য মহামহিম ডঃ আব্দুললতিফ বিন রশিদ আলজায়ানি-কে EAM ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে উভয় দেশের সমসাময়িক বৈশ্বিক সমস্যা সম্পর্কে শক্তিশালী সমন্বয় রয়েছে, যার মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশাসন সংস্কার এবং ক্লিন ও গ্রীন টেকনোলজির জন্য বিশ্বব্যাপী দক্ষিণী দেশগুলিকে ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

32. ভারতীয় পক্ষ এই বছর আরব লীগের সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বাহরিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং 2024 সালের মে মাসে মানামাতে আরব লীগ শীর্ষ সম্মেলনে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছে। 2024 সালের সেপ্টেম্বরে রিয়াধে অনুষ্ঠিত ভারত - GCC যৌথ মন্ত্রক সভায় কৌশলগত আলোচনা সফল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় পক্ষ আশাবাদী যে, GCC রাষ্ট্রগুলির সাথে ভারতের শক্তিশালী সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে বাহরিন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার থাকবে।

33. উভয় পক্ষই মূল বিশ্বজনীন উন্নয়ন, আঞ্চলিক এবং পারস্পরিক স্বার্থ-যুক্ত বহুপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে। দুটি দেশই এই অঞ্চলের প্রধান অংশীদার হিসাবে একে অপরকে সম্মান করে, যা পশ্চিম এশিয়াকে আরও শান্তিপূর্ণ ও সহাবস্থানের উপযোগী বিশ্বজনীন সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরার জন্য একসাথে কাজ করে। বাহরিন পক্ষের তরফে মধ্য প্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাকে ভারতীয় পক্ষ স্বাগত জানিয়েছে।

34. উভয় পক্ষ বৈদেশিক অফিস কনসাল্টেশন (FOCs) সহ বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক পদ্ধতি সম্পর্কে দ্রুত বৈঠক এবং জনশক্তি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত MoU-এর অধীনে যৌথ কমিটির মিটিং-এর গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছিল। এই বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছিল যে, HJC-এর সিদ্ধান্তগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে দুই পক্ষের সুবিধাজনক তারিখে নিউ দিল্লিতে সপ্তম FOC-এর আয়োজন করা হবে।

35. উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে যে, হাই জয়েন্ট কমিশন-এর পঞ্চম মিটিং ভারতে অনুষ্ঠিত হবে, যার তারিখ ঠিক করার জন্য ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মানামা,

09 ডিসেম্বর, 2024